১

কুরআন তিলাওয়াত

রমাদান মাসে আমাদের সালাফগণ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন আল-ফুরকান, যাতে সে পুরো বিশ্বজগতের জন্য হতে পারে সতর্ককারী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবীর উপর, যাকে আল্লাহ বানিয়েছেন এক আলোকদীপ্ত প্রদীপস্বরূপ। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সাহাবীগণের উপরও, যারা ছিলেন হেদায়েতপ্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। অতঃপর;

সালাফদের অনেকেই ছয়মাস যাবত এই দোয়া করতেন, যেন আল্লাহ তাদের আয়ুকে রমাদান পর্যন্ত বর্ধিত করে দেন। রমাদন যখন আসতো ততক্ষণে তারা এ মাসে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর জন্য পুর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেখেছেন এবং নিজেদের কোমড়গুলো বেঁধে নিয়েছেন। পবিত্র এই মাসটিতে তারা এক মুহুর্তের জন্যও আলস্যকে প্রশ্রয় দিতেন না। কেননা এ মাসের দিন আর আদমসন্তানের জীবন, উভয়ই সীমিত। আর এই ইহজীবনের পরিসমাপ্তি তো আকস্মিক বৈকি।

এই মাসের সর্বোত্তম আমলগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াত করা। কেননা এই মাসেই কুর'আন নাযিলের সূচনা ঘটেছিল। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ "রমাদন মাস - যার মধ্যে নাযিল হয়েছে কুর'আন; মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।" [আল-বাকারা:১৮৫] ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন: "আল্লাহ সকল মাসের মধ্য থেকে সিয়ামের এ মাসকে মহিমান্বিত করেছেন কারণ মহিমান্বিত কুর'আন নাযিলের জন্য তিনি এ মাসটিকেই বেঁছে নিয়েছেন, যেমনটা তিনি উক্ত আয়াতে বলেছেন। আর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই মাসেই আম্বিয়াদের ওপর আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছিল।"

দুই বার্তাবাহকের কুর'আন অধ্যয়নঃ

সৃষ্টির মধ্যে কুর'আনের ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞ্যানসম্পন্ন ব্যাক্তিরা হচ্ছেন দুই বিশ্বস্ত বার্তাবাহক, আমাদের নবী ﷺ এবং জিবরাঈল (আঃ)। জিবরাঈল (আঃ)-ই তো সেই বিশ্বস্ত রূহ(রুহুল আমীন) যিনি কুর'আন নিয়ে অবতরণ করেছেন। আর তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের নবী ﷺ। সৃষ্টিকূলের মধ্যে তাঁরাই কুর'আনের প্রতি সবচেয়ে বেশী মনোযোগী ছিলেন। তারা দুজন পবিত্র রমাদান মাসের প্রত্যেক রাতেই একসাথে বসে কুর'আন অধ্যয়ন করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার ও দানশীল ব্যক্তি এবং তিনি সবচেয়ে বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন রমাদানে, যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন জিবরাঈল (আঃ)। আর জিবরাঈল (আঃ) রমাদানের প্রত্যেক রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা দুজনে মিলে কুর'আন অধ্যয়ন করতেন। যখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন নবী ﷺ রহমতস্বরূপ প্রেরিত বাতাস থেকেও অধিক দানশীল হয়ে উঠতেন।" [বুখারী ও মুসলিম] ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: এই হাদিসে বেশ কিছু ফায়েদা রয়েছে। এর মাধ্যমে রমাদানের উঁচু মর্যাদা প্রকাশ পায়, যেহেতু এই মাসকেই কুর'আন অবতরণ শুরু করার জন্য বাঁছাই করা হয়েছে এবং কুর'আনের একটি বড় অংশ এ মাসেই নাযিল হয়েছে। তাই জিবরাঈল (আঃ)-ও এই মাসে বেশি বেশি অবতরণ করতেন, এবং তাঁর অধিক আগমণ অগণিত কল্যাণ ও বারাকাহ বয়ে আনত। এবং হাদিসটি থেকে বোঝা যায় যে, কোনো ফযীলতপূর্ণ সময়ের ফযীলত ইবাদত বৃদ্ধির মাধ্যমেই অর্জিত হয় এবং ধারাবাহিক কুর'আন তিলাওয়াত অধিক পরিমাণে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। একইসাথে রেয়াওয়েতটি ইঙ্গিত করে যে জীবনের শেষ দিকে ইবাদত বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব এবং নেককারদের মধ্যে পরস্পর মুযাকারা ও একে অপরকে কল্যাণ ও ইলমের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করা যদিও এতে থাকা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা । আর কুর'আন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে প্রশান্ত করা আর এর মাধ্যমে মেধা ও মননের বিকাশ ঘটানো। এর এই রেওয়ায়েতটি থেকে এটাও জানা যায় যে, রমাদানের রাত এর দিনের থেকে উত্তম কেননা তা দিনের ব্যাতিবাস্ততা হতে মুক্ত থাকে। [ফাতহ উল বারী]

এই উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি থেকে আরো বোঝা যায় যে, একজন বাক্তি যতই উত্তম আখলাকের অধিকারী হোক না কেন, সে সর্বদাই কুর'আন তিলাওয়াতের মুখাপেক্ষী, কেননা এর মাধ্যমে তার আখলাক ও গুনাবলী আরো বিকশিত হয়ে ওঠে। আর এটাইতো হচ্ছে পবিত্র কুর'আনের মাহাত্ম্য, যেমন আল্লাহ ﷻ বলেছেনঃ "অবশ্যই তা মাহাত্ম্যপূর্ণ কুর'আন।" [আল ওয়াকিয়াঃ ৭৭]...কুর'আন হলো মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। কুর'আন হচ্ছে হৃদয়ে প্রশস্ততা সৃষ্টিকারী চমৎকার এক গ্রন্থ। আর যে ব্যক্তি কুর'আনের জন্য সময় ব্যয় করতে পারেনা, সে কুর'আন থেকে উপকৃতও হতে পারেনা। আল্লাহ ﷻ

বলেছেনঃ "এটা (কুর'আন) হলো অবশ্যই এক মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ।" [ফুসসিলাতঃ ৪১]

দূঃখ ভারাক্রান্ত ও ভগ্ন হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য কুর'আন সর্বোত্তম সঙ্গী। এটি আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ সামান্য এক গ্রন্থ নয়, বরং এতেই নিহিত রয়েছে অন্তরের সত্যিকার প্রশান্তি। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ "যারাই ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে ।জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই অন্তরের সত্যিকার প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব।" [আঁ-রাদঃ ২৮]

রমযান মাসে তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ভাগ্যবান ব্যাক্তি, যিনি কুর'আন তিলাওয়াতে তার জিহবাকে সর্বদা ভিজিয়ে রাখেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেনঃ "যে কেউই কুর'আন হতে একটি অক্ষর তিলাওয়াত করে, তার আমলনামায় একটি সাওয়াব লেখা হয়, আর প্রত্যেক সাওয়াব-ই দশগুণ বর্ধিত হয়। এমন নয় যে "আলিফ, লাম, মিম" এক অক্ষর হিসেবে গণ্য হবে, বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর, ও 'মিম' একটি অক্ষর।" [তিরমিযী]... বস্তুতঃ মানুষের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হলেন কুর'আন বিশারদ ও এর বহনকারীগণ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা:) হতে বর্ণিতঃ "রাতের বেলা কুর'আন তিলাওয়াতকারীকে চেনা যায় যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, সিয়াম পালনের দ্বারা তাকে চেনা যায় যখন অন্যরা তা করেনা, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় তাকে চেনা যায় যখন অন্যরা হাসি-তামাশায় মেতে থাকে, তাক্বওয়ার দ্বারা তাকে চেনা যায় যখন অন্যরা গল্পগুজবে মেতে থাকে,নিরবতার দ্বারা তাকে চেনা যায় যখন অন্যরা অনর্থক কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, নমনীয়তার দ্বারা তাকে চেনা যায় যখন অন্যরা ঔদ্ধত্যকে বেছে নেয়।" [ফাযায়েলুল কুর'আন, কাসিম ইবনে সালাম]

এ কারণেই আমাদের সালাফ আস-সালেহীনরা এই অশেষ পুরষ্কারের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন, আর তাই তো তারা এই পুরষ্কারকে হাতছাড়া করতে চাইতেন না। তারা ভাল করেই জানতেন যে, দুই ধরণের ইবাদতের সমন্বয় ঘটানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি তা না করা হয়, তবে তা ব্যাপক লোকসান বৈ কিছুই নয়। এই মাসে সালাফদের কেউ কেউ ইলম অন্বেষণ করতেন ও এর পাশাপাশি লোকেদের পবিত্র কুর'আনের শিক্ষাও প্রদান করতেন। আর তাদের কেউ কেউ জন-কল্যাণমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি এই মহান কিতাব তিলাওয়াতের নেক আমল থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখতেন না।

কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্তঃ

এই মাসে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এর উম্মাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশোনা তাঁর পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াতের অংশকে প্রভাবিত করতো না। কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ এই মাসে (বেশি বেশি) কুর'আন পাঠ করতেন। রমাদন আগমনের সাথে সাথে ইমাম জুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলতেনঃ এটি তো হচ্ছে (বেশি বেশি) কুর'আন পাঠের আর লোকদের খাওয়ানোর মাস। ইবনে আব্দুল হাকাম বলেনঃ রমাদান আগমন করলে ইমাম মালিক হাদিস পাঠ ও ইলম অন্বেষণকারীদের মজলিশ থেকে পৃথক হয়ে মাসহাফ নিয়ে কুর'আন তিলাওয়াতে মনোযোগী হতেন। আব্দুর রাজ্জাক বলেনঃ সুফিয়ান আস সাউরি রমাদানের আগনমের সাথে সাথে অন্য ইবাদতগুলোকে কমিয়ে কুর'আন তিলাওয়াতের দিকে (বেশি) মনোনিবেশ করতেন। আয়েশা (রাঃ) রমযান মাসে প্রতিদিন ভোরে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন আর সূর্যোদয়ের পর পর ঘুমিয়ে পড়তেন। [লাতায়িফুল মাআরিফ]

অনুবাদিত গ্রন্থ ও সালাফদের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতে রয়েছে আমাদের জন্য বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত...রাহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন। সাল্লাম ইবনে আবু মুতীঈ বলেনঃ কাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রতি সপ্তাহে একবার পুরো কুর'আন পাঠ করতেন। আর রমাদান মাসে তিনি প্রতি তিন দিনে পুরো কুর'আন পাঠ সম্পন্ন করতেন, আর এর শেষোক্ত দশ দিনের প্রতি রাতে তিনি একবার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ সম্পন্ন করতেন। [আস-সীর,ইমাম যাহাবী] মুহাম্মাদ ইবনে যাহের ইবনে মুহাম্মদ বিন ক্বামির বলেনঃ আমরা আমাদের পিতাকে দেখতাম, রমাদান মাসের প্রতি দিন-রাতে তিন বার সম্পূর্ণ কুর'আন পাঠ করতে, আর পুরো রমাদান মাসে তিনি সর্বমোট নব্বই বার পুরো কুর'আন তিলাওয়াত সম্পন্ন করতেন।[আস-সীর,ইমাম যাহাবী] মিসবাহ ইবনে সা'ঈদ বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী রমাদান মাসের প্রতি দিন একবার সম্পূর্ণ কূর'আন পাঠ সম্পন্ন করতেন, আর রাত্রিকালে তিনি কিয়াম করতেন, আর সেই কিয়ামের মধ্যমে প্রতি তিন রাতে তিনি একবার সম্পূর্ণ কুর'আন পাঠ সম্পন্ন করতেন।[আস-সীর,ইমাম যাহাবী] মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হাবীশ বলেনঃ আহমাদ ইবনে আত্বা আল-বাগদাদী দিনে একবার সম্পূর্ণ কুর'আন পাঠ সম্পন্ন করতেন এবং রমাদান মাসে তিনি নব্বই বার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ সম্পন্ন করতেন। আর এর পাশাপাশি প্রতি দশ বছরে তিনি একবার সম্পূর্ণ কুর'আন পাঠ করতেন, তিনি এর অর্থ অনূধাবন করার চেষ্টা করতেন এবং কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন।[আস-সীর, ইমাম যাহাবী] অর্থাৎ, তিনি কুর'আন তিলাওয়াতের সাথে সাথে এর অর্থ অনুধাবনেরও চেষ্টা করেন এবং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। রাবী ইবনে সুলাইমান ওাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি ইমাম শাফেঈকে বলতে শুনেছি, "আমি রমাদান মাসে ষাট বার সম্পূর্ণ কুর'আন পাঠ সম্পন্ন করি"। [হিলইয়াতুল আউলিয়া]..অর্থাৎ,তিনি একবার দিনে ও একবার রাতে সম্পূর্ণ কুর'আন পাঠ সম্পন্ন করতেন।

আর এতো তাদের দ্বারাই সম্ভব যাদের অন্তর সর্বদা কুর'আনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, যাদের জিহবা কুর'আন তিলাওয়াত হতে কখনই ক্ষান্ত হয় না। আজকের এই যুগেও এমন ব্যাক্তিরা রয়েছেন যারা সকাল থেকে শুরু করে বিকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করে সম্পূর্ণ কুর'আন পাঠ সম্পন্ন করার সামর্থ্য রাখেন। এতো আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

আর আমাদের সালাফদের আমলগুলো এমনই ছিল, তাঁরা রমযান মাসের বারাকাহ প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেদের ধন্য করতে চাইতেন-রাহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম ইবনে রজব (রহঃ) বলেনঃ তিন দিনের কম সময়ে সম্পূর্ণ কুর'আন পাঠ সম্পন্ন করার ব্যাপারে সবসময়ই নিষেধ করা হয়। কিন্তু এর ব্যাতিক্রমটি যায়েজ হচ্ছে পবিত্র রমযান মাসে, বিশেষ করে লাইলাতুল কদর ধারণকারী এর শেষ দশ রাতে, অথবা পবিত্র স্থান মক্কায় এর অধিবাসী ব্যাতিত নবাগতদের জন্য। মূলত, এই পবিত্র সময় বা পবিত্র স্থানে বেশি বেশি কুর'আন তিলাওয়াতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়, এটি হচ্ছে গনীমাহ স্বরূপ। আহমাদ, ইসহাক, ও অন্যান্য সালেহীন আলেমদের এমনটাই মত। [লাতায়িফুল মায়ারিফ]

যে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে কার্যরত তার প্রতিঃ

যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত, যারা দ্বীনি ইলম অন্বেষণকারী, এবং যারা মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণে নিজেদের নিবেদিত করেছেন, তাদের স্বীয় কাজ অব্যাহত রাখা উচিৎ, কেননা কুর'আন পাঠের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার পার্থক্য রয়েছে। কুর'আন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সালাফদের অবস্থার তারতম্যের ব্যাপারে ইমাম নববী বলেনঃ এটা উল্লেখ্য যে, কুর'আন তিলাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের অবস্থা একই রকম নয়। যারা কুর'আন পাঠের সাথে সাথে এর অর্থ অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণা করেন, তাদের উচিৎ কুর'আন তিলাওয়াতকে ততটুকুই সীমিত রাখা যতটুকু সীমিত করলে তাদের সে উদ্দেশ্যে বাঁধা সৃষ্টি না হয়। যারা কল্যাণকর জ্ঞান অন্বেষণে ব্যাস্ত বা বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থে নিজেদের আত্মনিয়োজিত করেছেন, তাদের উচিৎ কুর'আন তিলাওয়াতকে তেমনিভাবেই সীমিত রাখা। আর অন্যদের উচিৎ যতবেশি সম্ভব কুর'আন তিলাওয়াত করা যে পর্যন্ত না তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। [আত তাবিয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুর'আন]

কুর'আন পাঠের কতিপয় আদবের ব্যাপারে ইবনুল কায়্যিয়ুম (রহঃ) তাঁর গ্রন্থের "কুর'আন তিলাওয়াত" নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করেনঃ কুর'আন তিলাওয়াতের আদব হচ্ছে-তিলাওয়াতের সময় মনোযোগ দেওয়া, ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া, ক্রন্দন করা,নমনীয়তা বজায় রাখা, শ্রুতিমধুর স্বরে তিলাওয়াত করা। আর নবী ﷺ এর কুর'আন তিলাওয়াতের পন্থার ব্যাপারে তিনি বলেনঃ তিনি ﷺ কুর'আনের যেই অংশবিশেষ তিলাওয়াত করতেন তা পথিমধ্যে ছেড়ে দিতেন না, তিনি ﷺ ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতেন, খুব ধীরেও নয়, খুব দ্রুতও নয়। আর তাঁর তিলাওয়াত এমন হত যে, প্রতিটি হরফ পরিষ্কারভাবে শ্রুত হত, প্রতি আয়াতের শেষে তিনি ﷺ থামতেন, আর 'মাদ' বিশিষ্ট হরফে তিনি তদনুসারে হরফটিকে টেনে যেতেন, যেমনটি "আর-রহমান", "আর-রহিম" এর ক্ষেত্রে করা হয়। [যাদুল মা'আদ]

সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ফজর বা তারপরে দু রা'কাত সালাতে কুর'আন খতম সম্পন্ন করা, আর যদি রাতের বেলা খতম করা হয়, তাহলে মাগরিব বা তারপরের দু রা'কাত সালাতে তা করা, যেন রাত ও দিনের প্রারম্ভে খতম সম্পন্ন হয়। ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেনঃ যে কেউই সম্পুর্ণ কুর'আন পাঠ সম্পন্ন করে, তার দোআ কবুল হয়। আনাস (রাঃ) কুর'আন খতম করার পর তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে দোআ করতেন। [মুখতাসার মানহাজ উল ক্বাসিদিন]

আমাদের উচিৎ সৎকাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা যেমনটি ইবনুল জাওযি (রহঃ) বলেনঃ হে আমার ভাইয়েরা! এই মাসে সৎকাজ করুন, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন, যেন এটিই সর্বশেষ গুনাহ হয়। জেনে রাখুন যে, এটি বারকতপুর্ণ মাস। খাদ্য সামগ্রী, মালাইকা, জ্বীন, ও পাখীদের পবিত্রতার প্রতি খেয়াল রাখুন। এ মাসের মুহূর্তগুলো যেন ফুলের মত সুন্দর হয়, প্রহরগুলো যেন মুক্তার মত হয়, রাতগুলো তারাবির সলাতের আলোয় উজ্জ্বল হয়, সালাত ও যিকির যেন দিনগুলোর উজ্জ্বলতাকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়, এ মাসের অলঙ্কার হচ্ছে ঈমান ও ইখলাস, আর এর ফল হল জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ। হে অজ্ঞরা! সালাফদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখো, নিজেদের কথা গুলোকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে সাঁজাও, নিজেদের জিহবাকে কু'কথা থেকে হেফাজত কর এবং আল্লাহর যিকিরে সেটিকে ভিজিয়ে রাখ, প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বিরত থাক, এবং নিজেদেরকে ঈমান ও ইয়াক্বিনের মাধ্যমে প্রস্তুত করো। [আত-তাবসিরাহ]

হে আল্লাহ! আমাদের পরিপূর্ণ ঈমান ও সত্যিকারের ইয়াক্বিন দান করুন, আপনার রহমতের দরজা আমাদের জন্য খুলে দিন, আমাদের হৃদয়গুলোতে আন্তরিকতা সৃষ্টি করুন, এবং আমাদের দোআ কবুল করুন, হে কারিম!..পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।